কোভিড-১৯

সহযোগী সামাজিক সংগঠনের জন্য টুলকিট

জরুরী ক্ষমতা
এবং সংকট মোকাবেলা:
মানবাধিকারের ঝুঁকি

RIGHTS & SECURITY INTERNATIONAL

আন্তর্জাতিক সহযোগী সংগঠনসমূহ

এই টুলকিটটি বিশ্বের নিম্নোক্ত সামাজিক সংগঠনসমূহের সহযোগীতায় প্রস্তুতকৃত এবং প্রকাশিত হয়েছে

Awaj Foundation
Bangladesh
http://awajfoundation.org

Cristosal
Central America
https://www.cristosal.org

Human Rights in China
Peoples Republic of China
https://www.hrichina.org/en

People's Watch
India
https://www.facebook.com/pg/peopleswatch.org/about/

Equidem Nepal
Nepal
https://www.equidemresearch.org

MENA Rights
Middle East and North Africa
http://www.menarights.org/en

Migrant Care
Indonesia
http://www.migrantcare.net

EIHR
Ethiopian Initiative for Human Rights
Ethiopia
https://www.facebook.com/eihrethiopia/?ref=py_c

KontraS
Indonesia
https://kontras.org/en/

EHRCO
Ethiopian Human Rights Council
Ethiopia
https://www.ecoi.net/en/source/11110.html

AJAR
Indonesia, Timor-Leste, Thailand, the Philippines, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka and the Solomon Islands
https://asia-ajar.org

Pusaka
Indonesia

Initiative for International Dialogue
Philippines, Myanmar, Mindanoa, Thailand, West Papua and Timor Leste
https://iidnet.org

Lokataru Foundation
Indonesia
https://lokataru.id

FENAPD
Ethiopia
http://www.fenapd.org/site/

YLBHI
Indonesia
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/foundation-indonesian-legal-aid-institute

Sajid Iqbal Foundation
Indian Administered Jammu and Kashmir
https://www.facebook.com/groups/thesajidiqbalfoundation/

Soros Foundation Kazakhstan
Kazakhstan
https://www.soros.kz/en/

IVIDE
Ethiopia

CEHRO
Consortium of Ethiopian Human Rights Organizations
Ethiopia
https://www.facebook.com/cehros/

সূচিপত্র

১.	ভূমিকা	4
২.	মানবাধিকারের ঝুঁকির উৎপত্তি সেখানেই যেখান থেকে জরুরী পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া হয়	7
৩.	জরুরী পদক্ষেপ থেকেই মানবাধিকারের ঝুঁকির উৎপত্তি	11
৪.	সামাজিকভাবে অরক্ষিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ওপর আইন ও নীতিমালার প্রভাব	18
৫.	প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের গুরুত্ব	21
৬.	সুপারিশকৃত প্রচারণার লক্ষ্য	22
	পাদটিকা	26
	পরিশিষ্ট	28

১ ভূমিকা

১.১. কোভিড-১৯ টুলকিটটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যা **নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোকে জরুরী আইন ও নীতিমালার ভবিষ্যৎ আঁচ করতে**; যে প্রক্রিয়ায় এসকল আইন ও নীতিমালা অনুমোদিত হয় এবং এর সারবস্তুসমূহ অধিকারবিষয়ক দৃষ্টিকোণ থেকে সূক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে; এবং বিশেষ করে, যেসব কারণে সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল) ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর বৈষম্যমূলক প্রভাব পড়ে তা সনাক্ত করতে ও জরুরী পদক্ষেপের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে এটি দিক নির্দেশনা প্রদানের উপযুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে।

১.২. এই টুলকিটটি তিনটি সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিকে – যা মহামারি মোকাবেলায় জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্ভব হয়েছে – কেন্দ্র করে প্রস্তুত করা হয়েছে:

- প্রয়োগকৃত জরুরী আইন ও নীতিমালা **প্রক্রিয়া** থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি
- জরুরী আইন ও নীতিমালায় অন্তর্নিহিত **সারাংশ** থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি;
- সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল) সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ওপর আইন, নীতিমালা ও অনুশীলন **প্রয়োগের** ক্ষেত্রে সৃষ্ট ঝুঁকি;

১.৩. এসকল ঝুঁকির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে এই টুলকিটটিকে ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে নাগরিক সমাজের সংগঠনসমূহ এবং মানবাধিকারকর্মীদের জন্য প্রস্তাবিত প্রশ্নসমূহের একটি তালিকা এবং প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা উল্লিখিত হয়েছে। **(আলোচনা ব্যতিত প্রশ্নসমূহের তালিকা সংযুক্ত হলো)**। ছয়টি অধ্যায় হলো:

১. ভূমিকা

২. মানবাধিকারের ঝুঁকির উৎপত্তি সেখানেই যেখান থেকে জরুরী পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া হয়

৩. জরুরী পদক্ষেপ থেকেই মানবাধিকারের ঝুঁকির উৎপত্তি

৪. সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল) ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর জরুরী আইন ও নীতিমালার প্রভাব

৫. প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্ব

৬. সুপারিশকৃত প্রচারণা

১.৪. এই মহামারি মোকাবেলায় বিভিন্ন দেশের সরকারের গৃহিত পদক্ষেপ নিয়ে আমাদের এবং আমাদের সহযোগী সংগঠনসমূহের বিশ্লেষণ এবং রাইটস অ্যান্ড সিকিউরিটি ইন্টারন্যাশনালের সন্ত্রাসবিরোধী আইন ও নীতিমালার প্রেক্ষিতে জরুরী আইন এবং ব্যতিক্রমী ক্ষমতা প্রয়োগের বিশ্লেষণ এবং এর প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটির ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এই টুলকিটটির বিষয়বস্তু রচিত হয়েছে। জরুরী প্রেক্ষাপটে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সামাজিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিতকরণে:

- জরুরী পদক্ষেপের আইনি ভিত্তি আছে এবং এগুলো আইন অনুযায়ী অনুমোদিত এবং জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য, অন্যথায় এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা;

- জরুরী আইন ও নীতিমালাসমূহ যতটা সম্ভব সীমিত সময়ের জন্য, এবং যথাযথ প্রয়োজন ছাড়া এর প্রয়োগ যাতে না হয়, অন্যথায় এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা;

- নাগরিক সমাজের সংগঠন এবং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক পক্ষের অংশগ্রহণে জরুরী আইন ও নীতিমালাসমূহের যৌক্তিক তত্ত্বাবধান এবং পর্যালোচনার উপস্থিতি, অন্যথায় এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা;

- জরুরী আইন ও নীতিমালাসমূহ অতীব প্রয়োজনীয় যা জরুরী অবস্থার (বর্তমান সময়ে এসব নীতিমালা আইনগত জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্য অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত) মোকাবেলা, অন্যথায় এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা;

- জরুরী পদক্ষেপসমূহ অপব্যবহারযোগ্য নয় এবং/অথবা সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল) এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর বৈষম্যমূলক প্রভাব নেই, এবং অবমাননাকর, অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং/অথবা বৈষম্যমূলক পদক্ষেপের মোকাবেলায় আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যকর, এবং

- জরুরী অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার লঙ্ঘণের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার উপস্থিতি।

১.৫. বর্তমান মহামারির প্রেক্ষাপটে, কিছু দেশের সরকার ভালো উদ্দেশ্যে জরুরী পদক্ষেপ নিয়েছে যাতে মানবাধিকার বিষয়ে অপরিনামদর্শীতা অতবা অনিচ্ছাকৃত ভুল বিদ্যমান, সেইসাথে কেউ কেউ এই মহামারিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে এবং এসকল জরুরী পদক্ষেপকে সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে এবং তাদের ক্ষমতাকে পোক্ত করছে। উভয় ঘটনাতেই, আমরা দেখছি যে সকল জরুরী পদক্ষেপ সামঞ্জস্যহীনভানে প্রভাব বিস্তার করছে, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা সুনির্দিষ্টভাবে সামাজিকভাবে অরক্ষিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আক্রান্ত করছে। এরকম অগণিত ও ক্রমবর্ধমান উদাহরণ রয়েছে যেখানে দেখা যায় ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, প্রবাসী শ্রমিক, বিচারাধীন বন্দী, শরনার্থী, উদ্বাস্তু, নারি, শিশু, বয়োবৃদ্ধ এবং সমাজের নিম্ন উপার্জনকারি অংশ (বিশেষ করে গৃহহীনরা) সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে ব্যাপকহারে ভুক্তভোগী।

১.৬. সামাজিক দূরত্ব, দেশব্যাপী লকডাউন এবং বাকস্বাধীনতা সীমিতকরণের পদক্ষেপ নেয়ায় নাগরিক জীবনযাপনের সক্ষমতায় সীমাবদ্ধতা তৈরি হওয়ায় সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক ক্ষেত্র সংকুচিত হয়েছে। কিছু দেশের সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের গণতান্ত্রিক চর্চা – যেমন নির্বাচন – সীমিত করেছে অথবা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি আদালত এবং অন্যান্য আইনি প্রতিষ্ঠানও বন্ধ করে দিয়েছে। এেই ধরণের পদক্ষেপ নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর একত্রিত হওয়া এবয় কার্যক্রম চালানোর ক্ষমতায় প্রভাব বিস্তার করছে। এবং তা সরকারের জরুরী পদক্থেপ পর্যবেক্ষণ করায় বাধা সৃষ্টি করছে।

১.৭. রাইটস অ্যান্ড সিকিউরিটি ইন্টারন্যাশনাল এবং এর সহযোগী সামাজিক সংগঠনের সাথে যুগপৎভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল এবং দেশে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ থেকে প্রাপ্ত নমুনা এবং মূলভাবগুলোর দিকে নজর রাখছে। সেই লক্ষ্যে, আমরা সন্ত্রাসবিরোধী জরুরী কার্যক্রম বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে চাই এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর প্রতিকূলতা মোকাবেলায় এবং যেসব কাজে তারা সহায়তা প্রদান করে সেই সংক্রান্ত প্রস্তুতি আরও জোরদার করতে আমরা আগ্রহী। আমাদেরকে আরও বিস্তারিত জানাতে covid19@rightsandsecurity.org -এ যোগাযোগ করুন:

- আপনার এলাকায় এবং/অথবা আপনার দেশে কোনো জরুরী অথবা নীতিমালা এবং এসকল পদক্ষেপের সুনির্দিষ্ট মেয়াদ

- সংসদ, আদালত এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এসকল পদক্ষেপের কোনো কার্যকর তত্ত্বাবধান এবং এর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে কিনা, এবং এর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় এবং/অথবা এসকল পদক্ষেপের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় কিনা

- এসকল জরুরী আইন ও নীতিমালার প্রভাব, বিশেষ করে, কোনো সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ওপর যারা এর লক্ষ্যবস্তু অথবা সামঞ্জস্যহীনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। যদি সম্ভব হয়, সুনির্দিষ্ট কেসস্টাডি প্রদান করুন

- এসকল পদক্ষেপের কারণে একটি নাগরিক সমাজের সংগঠন হিসেবে আপনার প্রতিষ্ঠান যেসব প্রতিকূলতার মুখোমুখি

- জরুরী পদক্ষেপ বিষয়ে আঞ্চলিক অথবা সরকারি দপ্তরের (মানবাধিকার সংস্থা) প্রতিক্রিয়া এবং আদালত অথবা অন্যান্য প্রশাসনিক দপ্তরের মতামত অথবা সিদ্ধান্ত

রাইটস অ্যান্ড সিকিউরিটি ইন্টারন্যাশনাল (ভূতপূর্ব রাইটস ওয়াচ (ইউকে)) ন্যায্য এবং কার্যকর নিরাপত্তা উন্নতকরণে কাজ করে। বিশেষতঃ, জাতীয় নিরাপত্ত ও সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপের প্রতি দায়িত্বশীল এবং অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নতকরণে আমরা বিগত ৩০ বছর ধরে কাজ করছি।

আমাদের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন: www.rwuk.org অথবা www.rightsandsecurity.org এবং আমাদের কর্মসূচি টুইটারে দেখতে অনুসরন করুন @rightssecurity

২ মানবাধিকার ঝুঁকিগুলো সেই প্রক্রিয়া থেকেই সৃষ্ট হয় যার মাধ্যমে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২.১. প্রশ্ন: জরুরী আইনের প্রক্রিয়াসমূহ

প্রশ্ন ১: সেখানে কি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে? কোনো জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত আইন, পদক্ষেপ এবং নীতিমালা প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলো কি জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য?

প্রশ্ন ২: জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার আইনি ভিত্তি কী (সাংবিধানিক, আইনসভা , নির্বাহী সিদ্ধান্ত)?

প্রশ্ন ৩: জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার জন্য কি উপযুক্ত প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে? এই প্রক্রিয়াটি কি প্রকাশিত হয়েছে? যদি না হয়, তাহলে কেন?

প্রশ্ন ৪: জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার জন্য যদি কোনও নির্ধারিত প্রক্রিয়া থাকে তবে তা কি ব্যবহার করা হয়েছে? বা জরুরী অবস্থা "নামকরণ" করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ আইন ব্যবহার করা হয়েছে?

প্রশ্ন ৫: জরুরি প্রক্রিয়ার জন্য যদি সাধারণ বিদ্যমান আইন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয় (বিশেষত সাংবিধানিক), তবে কেন এটা করা হয়েছে? সরকার কর্তৃক সেই প্রক্রিয়া কি ন্যায়সঙ্গত হিসেবে প্রতিপাদন করা হয়েছে?

প্রশ্ন ৬: যদি সাধারণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে সেগুলো যে অধিকার বিঘ্নিত করে তা কি আইনসঙ্গত? [1]

প্রশ্ন ৭ যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়, তবে কি সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি থেকে বিচ্যুত হয়েছে যা অনুমোদন যোগ্য নয়? যদি না হয়, তাহলে কেন?

আলোচনা: জরুরী আইনের প্রক্রিয়া

২.২. প্রথমত, অধিকাংশ দেশে, একটি নির্দিষ্ট উপায় রয়েছে যে জরুরী অবস্থা কার্যকর বা শক্তিগুলোকে সক্রিয় করতে পারে। এগুলো সাধারণত সাংবিধানিক, নির্বাহী এবং আইনসভার দ্বারা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন "জরুরি অবস্থা" ঘোষণা করা হয় তখন নির্দিষ্ট ক্ষমতাগুলোতে অধিগম্যতা (Access to certain powers) সক্রিয় হয়। এই জরুরি ক্ষমতাগুলো ত্বরিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োগ করার প্রবণতা থাকে। এক্ষেত্রে আইন পাসের জন্য সাধারণ প্রক্রিয়াগুলোকে অগ্রাহ্য বা কমাতে পারে (উদাহরণস্বরূপ সেগুলো কম নিরীক্ষার মাধ্যমে আরও দ্রুত সময়ে করা হতে পারে)। এই জরুরী প্রক্রিয়াগুলো অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো মোকাবিলার জন্য সরকারকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য বিদ্যমান থাকলেও এগুলো তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে যখন কোনও পরিস্থিতি জরুরি অবস্থার পর্যায়ে পৌছায় ও সরকারকে তার লক্ষ্য অর্জনে জরুরী আইন ও নীতিমালার ন্যায্যতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে। এই মানদণ্ডগুলো পূরণ প্রমাণে সরকারকে তার দায় থেকে একটি জরুরী অবস্থা মুক্তি দিতে পারে না। এটি নিশ্চিত করার জন্য সুশীল সমাজেরও সাংগঠনিক ভূমিকা রয়েছে।

২.৩. দ্বিতীয়ত, যদিও রাষ্ট্রগুলোর সাংবিধানিক বা আইনি বিধান রয়েছে যা জরুরী অবস্থায় কীভাবে ঘোষণা করা হয় তা নির্দেশ করে, তবে এই পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা যাবে না। কখনও কখনও, জরুরি অবস্থা এই প্রক্রিয়া দ্বারা আইনত স্বীকৃত হয় না, তবুও সাধারণ আইনি প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে অসাধারণ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয় (কখনও কখনও "ডি ফ্যাক্টো" জরুরি অবস্থা বলা হয় - বাস্তবে একটি জরুরি অবস্থা তবে আইনত নয়)।[2] সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা এবং প্রচারের বিষয়ক, স্পেশাল রেপার্টিয়ার ফিওনুআলা নি আওলাইন, দ্বারা বর্ণিত, অঘোষিত ডি-ফ্যাক্টো জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপটে পাস হওয়া আইনগুলো আরও বেশি ঝুঁকি তৈরি করে যে জরুরি ব্যবস্থাগুলো আইনত ব্যবস্থায় প্রবেশ করবে, তাদের জীবনকাল অতিক্রম করবে ।

২.৪. তৃতীয়ত, এটি কেবল দেশীয় আইনই নয় যে সরকারগুলো জরুরী পরিস্থিতিতে কী করতে পারে এবং কী করতে পারে না তা নিয়ন্ত্রণ করে, আন্তর্জাতিক আইনটিও প্রাসঙ্গিক। মানবাধিকার চুক্তিগুলো স্পষ্টরূপে স্বীকৃতি দেয় যে কিছু অধিকারের জন্য, জাতীয় জরুরী পরিস্থিতি "বিচ্যুতিকে" ন্যায্যতা দিতে পারে - যা এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি রাষ্ট্র ঘোষণা করে যে কোনও জরুরি বা খুব গুরুতর হুমকির কারণে, এটি তার মানবাধিকারের কিছু দায়বদ্ধতা বহন করতে পারে না। তবে এটি করার জন্য, দেশীয় আইনের মতোই, একটি রাষ্ট্রের অবশ্যই নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা উচিত - এর সাথে কী কী বাধ্যবাধকতাগুলো বজায় রাখা হবে না, কেন, এবং কতক্ষণ চলবে তা সাবধানতার সাথে ব্যাখ্যা করে[3] এটি উদ্বেগজনক যখন রাষ্ট্রগুলো আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, তবে আন্তর্জাতিক আইনে তার মানবাধিকারের দায়বদ্ধতাগুলো খর্ব করে না।[4] বিচ্যুতি আন্তর্জাতিক তদারকি এবং তদন্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া উন্মোচন করে দেয়, রাষ্ট্রকে (মানবাধিকার) লঙ্ঘণের পেছনে সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট কারণ প্রদান কারা প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে, এবং সামাজিক সংগঠনগুলোকে (এবং জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পাশাপাশি চুক্তির বাধ্যবাধকতাগুলোর সাথে সম্মতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তৈরি সংস্থা এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো যারা চুক্তির স্বাক্ষরকারী রয়েছে) তাদের কারণগুলো যাচাইয়ের জন্য একটি সুযোগ প্রদান করে।[5] এটি লক্ষ করা উচিত যে এমনকি জরুরী সময়কালে কিছু ক্ষমতার ব্যত্যয় করা যায় না, যেমন জীবন বঞ্চনার উপর নিষেধাজ্ঞা, নির্দয় অমানবিকতার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা এবং অবমাননাকর আচরণ। জরুরী অবস্থা যেমনই হোক না কেন, এই সুরক্ষাগুলো কখনই সরিয়ে নেয়া যায় না।

বিচ্যুতিসমূহ

রাষ্ট্রগুলোকে কেন বিচ্যুত হতে হয়?

মানবাধিকারকে সম্মান করুন

ব্যর্থতার অগ্রীম ঘোষণা এবং চুক্তির বিধিসমুহে সীমাবদ্ধ থাকা নিশ্চিত করে বিচ্যুতিসমূহ মানবাধিকার এবং মানবাধিকারবিষয়ক চুক্তি ও নীতিমালাসমুহের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করে।

স্পষ্টতর নিষেধাজ্ঞা

ব্যত্যয় ঘটানোর জন্য, রাষ্ট্রগুলো অবশ্যই তাদের কোন কোন বাধ্যবাধকতাকে অবজ্ঞা করছে, কেন তারা অবজ্ঞা করছে এবং কতদিনের জন্য তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে।

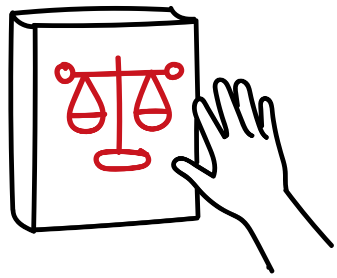

উত্তমরূপে যাচাই

জরুরি ক্ষমতা যাচাই করার জন্য এবং সরকারগুলোকে আরও কার্যকরভাবে জবাবদিহিতায় রাখতে সামাজিক সংগঠনগুলোকে স্পষ্টতর পরিমাপক প্রদান করে

২.৫. প্রশ্ন: চলমান জরুরী আইন ও নীতিমালার তদারকি

প্রশ্ন ৮: জরুরী আইন এবং নীতিগুলো কি প্রকাশিত হয়েছে? জরুরী আইন অথবা ক্ষমতা যেগুলো তৈরি করা হয়েছে সেসব তদারকি করার জন্য কি অব্যাহত ব্যবস্থা আছে?
সেগুলো কি পর্যাপ্ত? সেগুলো কি নাগরিক সমাজ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পৃক্ততাকে অনুমোদন করে?

প্রশ্ন ৯: যদি কোনও তদারকি ব্যবস্থা না থাকে তবে কেন তাদের সুনির্দিষ্ট করা হয়নি?
কোনো বিকল্প উপায় আছে (অনলাইন প্রক্রিয়া)?

প্রশ্ন ১০: প্রশ্নবিদ্ধ আইনের কি সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে? আইনটির ভেতরে কি এমন কোনও বিধান রয়েছে যা নির্দিষ্ট তারিখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়?

প্রশ্ন ১১: জরুরী আইন ও নীতিমালাগুলো কি বিচারিক নিরীক্ষণের জন্য উন্মুক্ত? নিয়মিত আদালত যাওয়ার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে কি?

প্রশ্ন ১২: অদূর ভবিষ্যতে কোনো যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা বা সংসদীয় তদারকি করার বিধান রয়েছে কি? জরুরী অবস্থা শেষ হলে বিধি অনুসারে আইনটি বাতিলের বিধান রয়েছে কি?

আলোচনা: আইন ও নীতিমালার চলমান তদারকি

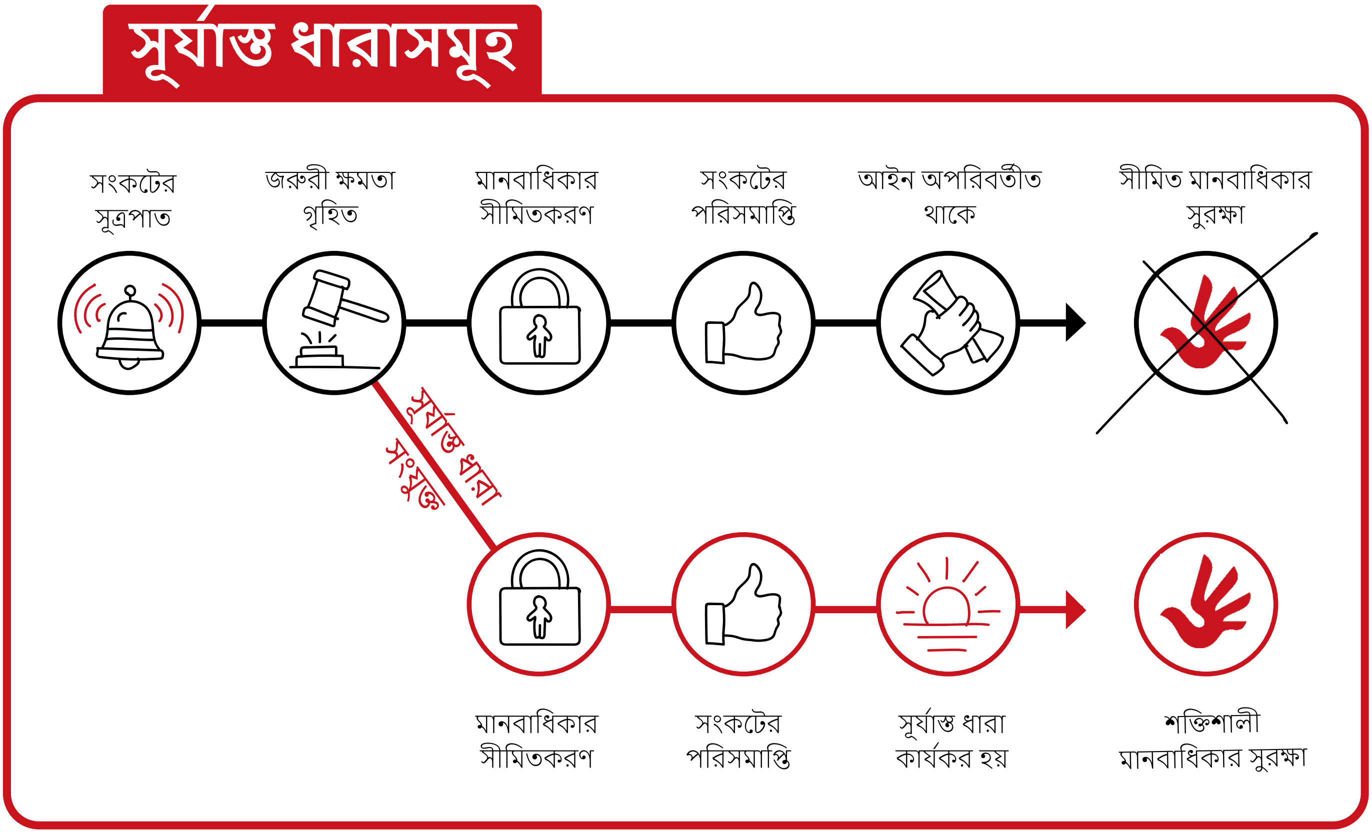

২.৬. জরুরি আইনগুলো প্রায়শঃই অনিয়মিত প্রক্রিয়া এবং সীমিত বিতর্কের মধ্য গৃহিত হয়। এর অর্থ হ'ল আইন ও নীতিমালা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় কিনা, যেই হুমকির মুখোমুখি হয়েছে সেই বিবেচনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এবং প্রমাণভিত্তিক কিনা তা সবিস্তারে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় না। এমনকি যখন এই পর্যবেক্ষণ তাৎক্ষণিকভাবে করা যায় না, এই বিশ্লেষণটি যখন সম্ভব তখনই হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত এটি নিশ্চিত করা যে অপ্রয়োজনীয়, অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অবমাননাকর ব্যবস্থাগুলোর অবসান হতে পারে। এমনকি পরবর্তী সময়ে বিশ্লেষণ করে পদক্ষেপগুলোর সমর্থনে যৌক্তিকতা এবং প্রমাণাদির যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরীক্ষা করা এবং চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। সংসদ, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন বা অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান যেমন ন্যায়পাল, - এর পক্ষ থেকে এই পর্যবেক্ষণ আসতে পারে, এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের যথাসাধ্য দায়িত্ব পালনে সক্ষম হচ্ছে কিনা এবং অযাচিতভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করায় সামাজিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা রয়েছে।

২.৭. দ্বিতীয়ত, আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে এসকল জরুরী আইন প্রচলিত আইনের মতোই চলমান থাকে জরুরী পরিস্থিতি পার হয়ে যাওয়ার পরেও। এসকল বিধানের ব্যতিক্রমী ও স্বল্পমেয়াদী ধরণের প্রতি সরকারের সম্মান থাকাটা জরুরী। জরুরী আইনের ভেতরেই কার্যপ্রণালীর সুরক্ষা থাকা উচিৎ যাতে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের পরে এই পদক্ষেপগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়; অথবা অন্ততঃ কিছু পর্যালোচনার প্রক্রিয়া চালু থাকা উচিৎ। এই ক্ষমতাগুলো যেন আইনি পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে "নিয়মমাফিক" আইনে পরিণত না হয় তা নিশ্চিতকরণে এবং এই ব্যতিক্রমী ক্ষমতাগুলো চালু রাখার কোনো যৌক্তিকতা আছে কিনা তা সতর্কতার সাথে নিরীক্ষা করতে এই পদক্ষেপটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।[6]

৩ জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মানবাধিকারের ঝুঁকি

৩.১. প্রশ্ন: প্রচলিত মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক পদক্ষেপ

জোরপূর্বক কোনো ব্যক্তিকে আটক করার ক্ষমতা

প্রশ্ন ১৩: কেন এই ক্ষমতা তৈরি করা হয়েছে? কীভাবে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং কোন প্রমাণের ভিত্তিতে?

প্রশ্ন ১৪: এমন কোনো প্রমাণ কি রয়েছে যা সমর্থন করে যে এই ব্যবস্থাটির আইনি ভিত্তি আছে, এটা প্রয়োজনীয় এবং পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

প্রশ্ন ১৫: এই ব্যবস্থাটি কি প্রয়োজনীয়, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং এটি কি বৈষম্যহীন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে?

প্রশ্ন ১৬: উল্লিখিত ক্ষমতাটি বৈধভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি, বা ব্যাপকহারে এবং/অথবা আপত্তিজনকভাবে এটি ব্যবহারের কোনো প্রমাণ রয়েছে কি?

প্রশ্ন ১৭: কার এই ক্ষমতা আছে? কার বিরুদ্ধে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে?

প্রশ্ন ১৮: কত দিন অবরুদ্ধ রাখার অনুমতি রয়েছে? কোনো যৌক্তিকতার আলোকে কাউকে অবরুদ্ধ রাখা কি ন্যায়সঙ্গত (আরও সংক্রমণ রোধ করা)?

প্রশ্ন ১৯: যদি বাধ্যতামূলক বন্দিত্ব বা কোয়ারানটাইন প্রয়োগ করা হয় তবে নির্ভরশীল এবং সহ-বাসিন্দাদের কীভাবে যত্ন নেওয়া হয়? জোর করে আটককৃত ব্যক্তি যাদের সাথে শিশু থাকে তাদের সাথে কী আচরণ করা হবে?

প্রশ্ন ২০: স্বয়ং ক্ষমতা এবং এর প্রয়োগকে কি চ্যালেঞ্জ করা যায়, এবং কখন করা যায়? বিচারপ্রাপ্তি এবং অন্যান্য প্রতিকারের সুযোগ কি সহজলভ্য?

চলাচলের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা

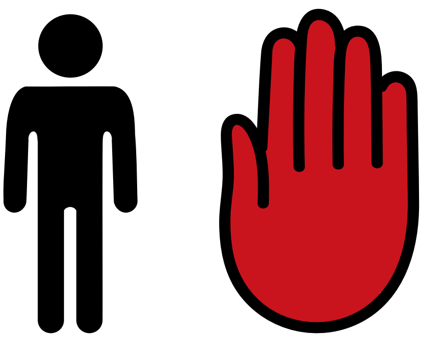

প্রশ্ন ২১: আর কতদিন চলাচলের ওপর ব্যাপকভাবে নিষেধাজ্ঞাগুলো বলবৎ থাকবে? এই বিধিনিষেধকে সমর্থন করার কোনো প্রমাণ আছে কি?

প্রশ্ন ২২: এ ব্যবস্থা কতটা নিয়ন্ত্রণমূলক? এর বিকল্প বিবেচনা করা হয়েছে কি? বিধিনিষেধগুলো যেখানে যথাযথ সেখানে সংশোধন সাপেক্ষ?

প্রশ্ন ২৩: যদি জাতীয় লকডাউন ঘোষণা করা হয় তবে এ ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষমতা কার?

প্রশ্ন ২৪: এই ক্ষমতা প্রয়োগ পরিচালনা করার জন্য ক্ষমতার মাত্রা কতটুকু? সেই ক্ষমতার সীমা এবং বিধিনিষেধগুলো কী কী?

প্রশ্ন ২৫: এ ক্ষমতাকে কি চ্যালেঞ্জ করা যায়?

মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা

প্রশ্ন ২৬: যেখানে সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেগুলো কি ন্যায়সঙ্গত ও বৈষম্যহীনভাবে প্রয়োগ করা হয়? সুনির্দিষ্ট সমাবেশকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে এমন কোন প্রমাণ রয়েছে কি?

প্রশ্ন ২৭: ভুয়া সংবাদ, মিথ্যা তথ্য বা গুজব ছড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কি? এটি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়? তথ্যের মানদন্ডকে নির্দেশিত করার জন্য কোন মানদন্ড আছে, এবং সেগুলো কি প্রকাশিত হয়েছে? এই আইনগুলো প্রয়োগের উদাহরণগুলো কি প্রকাশিত হয়েছে এবং সেটা কি তদন্তসাপেক্ষ?

গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা

প্রশ্ন ২৮: কোথায় গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে, তার ন্যায্যতা এবং প্রমাণ কী? যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা সহকারে অন্য কোনো তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে কি? কোনো যুক্তিসঙ্গত বিকল্প বিবেচনা করা হয়েছে কি?

প্রশ্ন ২৯: সংসদ কি স্থগিত, নাকি আহ্বান করার ক্ষমতা থেকে বিরত রয়েছে? কত দিনের জন্য এবং কোন শর্ত সাপেক্ষে?

গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘনকারী ক্ষমতাসমূহ

প্রশ্ন ৩০: আইনের মাধ্যমে মহামারীটির মোকাবেলায় কোন নজরদারি এবং তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা / ক্ষমতা গ্রহণ করা হয়েছে কি এবং সেগুলো কি প্রয়োজনীয় এবং যৌক্তিক? সেগুলো কি আইনত বৈধ এবং প্রমাণভিত্তিক জনস্বাস্থ্যবিষয়ক এবং সেগুলো কি সেই প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

প্রশ্ন ৩১: নজরদারি এবং তথ্য সংগ্রহ কি সময় নির্ধারিত?

প্রশ্ন ৩২: মহামারীর প্রেক্ষাপটে সংগৃহিত ব্যক্তিগত তথ্য ক্রমানুসারে সাজানো, সংরক্ষণ এবংবণ্টণ নিয়ন্ত্রণ করার স্পষ্ট ব্যবস্থা আছে কি?

প্রশ্ন ৩৩: অতিরিক্ত নজরদারি এবং তথ্য সংগ্রহের কী ব্যবস্থা/ক্ষমতা গৃহিত হবে বা হয়েছে সেই ব্যাপারে সরকারের কী স্বচ্ছতা রয়েছে?

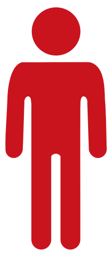

প্রশ্ন ৩৪: নজরদারি এবং ডেটা সুরক্ষা ব্যবস্থা / ক্ষমতা কেবলমাত্র কোভিড-১৯ সাড়া দেওয়ার জন্য কঠোরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি? সেগুলো কি যথাসম্ভব সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত?

প্রশ্ন ৩৫: নজরদারির ক্ষমতা ব্যবহার এবং ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার এবং সংরক্ষণের তদারকি আছে কি?

প্রশ্ন ৩৬: জনসাধারণের তথ্য সুরক্ষার জন্য কি কোনো ব্যবস্থা আছে?

প্রশ্ন ৩৭: প্রান্তিক, সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল) ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর ডিজিটাল নজরদারি প্রযুক্তি ব্যবহারের বিরূপ প্রভাব পড়েছে কি?

প্রশ্ন ৩৮: ডেটাগুলো কি সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বণ্টন করা হয়েছে? এই চুক্তিগুলো কি আইন অনুসারে ঘোষিত, সেগুলো কি সবার জন্য সহজলভ্য, সেগুলো কি সীমিত সময়ের জন্য এবং সেখানে কোনো তদারকি রয়েছে কি?

আলোচনা: জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সৃষ্ট মানবাধিকারের ঝুঁকি

৩.২. মহামারী সম্পর্কে সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াগুলো দ্রুত ঘটেছে এবং জনসাধারণের অধিকার এবং স্বাধীনতার উপর উল্লেখযোগ্য বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যদিও কিছু মানবাধিকার সীমিতকরণ সেই পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় এবং যৌক্তিক হতে পারে তবে এর অর্থ এই নয় যে সবক্ষেত্রেই এমনটা হবে। যেমন আমরা দেখেছি, সরকার এমন কিছু ব্যবস্থার মাধ্যমে কিছু অধিকার সীমাবদ্ধ করেছে যা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় এবং আইনগত দিক থেকে ন্যায়সঙ্গত নয়।

৩.৩. কোভিড-১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করা সমস্ত জরুরি ব্যবস্থা অবশ্যই কঠোরভাবে প্রয়োজনীয় এবং যে উদ্দেশ্যে এসব তৈরি করা হয়েছে তা অর্জনের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে (এই প্রেক্ষাপটে, ছড়িয়ে পড়া রোধে প্রমাণভিত্তিক জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্য এবং মহামারীর স্বাস্থ্যভিত্তিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় কার্যকর ব্যবস্থা)। যাইহোক, এমনকি আইনগুলো যে প্রয়োজনীয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ চেহারায় আবির্ভূত হয় তা সত্ত্বেও তা অপেক্ষাকৃত কম অধিকার-সীমাবদ্ধ করে এমন বৈধ বিকল্পগুলোর চেয়ে আরও কঠোর হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে নতুন জরুরি আইনগুলোর প্রয়োজন হবে না, কারণ ইতিমধ্যে বিদ্যমান আইন ও নীতিগুলো রয়েছে যা জরুরি অবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। পদক্ষেপগুলো সেই প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, একই সাথে সেগুলো জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় সমর্থ অপেক্ষাকৃত কম মানবাধিকার নিয়ন্ত্রণমূলক কিনা এবং সেখানে এমন কোনো প্রচলিত আইন বিদ্যমান কিনা যা জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় সমর্থ, তা পর্যালোচনা এবং নিরীক্ষণে নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৩.৪. নাগরিক সমাজের সংগঠন (CSO) এবং মানবাধিকার কর্মীদের (HRD) জন্য আরেকটি মূল বিষয় হলো যে আইন ও নীতিমালা এমন অস্পষ্ট পরিভাষায় আর কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা ছাড়াই তৈরি হয়ে যায়, যে সেটা কর্তৃপক্ষকে অতিমাত্রায় ইচ্ছাধীনতা দেয় যা তারা প্রয়োগ করে, এবং সেটা অপব্যবহারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আইনের উদ্দেশ্যটি বৈধ হলেও, কারফিউ চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা হতে পারে। সিএসও এবং মানবাধিকার রক্ষাকারীদের অবশ্যই তা নিশ্চিত করতে হবে যে জরুরী আইনগুলো সুস্পষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত রয়েছে এবং সরকার বিশেষত যারা আইন প্রয়োগ করছে তারা তাদের ক্ষমতার সীমাটিকে সম্মান করবে। ক্ষমতাগুলো কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে সেগুলো পর্যালোচনা করার জন্য এবং তাদের পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ করার জন্য পদক্ষেপগুলো চলমান থাকা উচিত।

৩.৫. চূড়ান্তভাবে, অনেক দেশ কোভিড-১৯ এর বিস্তারকে পর্যবেক্ষণ করতে নজরদারি এবং ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।[7] যদিও জনস্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, ডিজিটাল নজরদারি বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের কারণে গোপনীয়তা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অ্যাসোসিয়েশনের স্বাধীনতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।[8] মহামারী মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো স্বচ্ছ, আইনসম্মত, প্রয়োজনীয় এবং যৌক্তিক হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। কোভিড-১৯ এর মোকাবেলায় গৃহিত নজরদারি এবং তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা /ক্ষমতাসমূহ আইনত নির্ধারণ করা উচিত এবং তা ন্যায়সঙ্গত জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় হতে হবে। সংক্ষেপে, জরুরি ব্যবস্থা অবশ্যই স্বচ্ছ হতে হবে, যাতে সেসব নিরীক্ষা করা যায়, নিয়ন্ত্রণ সীমাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যাতে অপব্যবহারের সুযোগ না পায়, ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং প্রমাণ ভিত্তিক জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্য দ্বারা বৈধ এবং প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩.৬. এই ব্যবস্থার সময়সীমা নির্ধারিত হওয়া এবং স্থায়ী না হয়ে ওঠাও জরুরি। মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য অবশ্যই সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক প্রভাব চিহ্নিত করতে হবে এবং দমন করতে হবে। এসকল জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা প্রায়শই বৃহৎ তথ্যভান্ডারে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয় না। যদি সরকারগুলো সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোর সাথে ডেটা বণ্টন করে নেওয়ার চুক্তি করে সেখানে মানবাধিকারের ঝুঁকি রয়েছে এবং এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য, এই চুক্তিগুলো লিখিতভাবে প্রকাশিত হওয়া ও সময়সীমা নির্ধারণ এবং পর্যালোচনা করাটা গুরুত্বপূর্ণ। নজরদারি এবং ডেটা সুরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কার্যকর নজরদারি এবং জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

৩.৭. প্রশ্ন: প্রচলিত মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক পদক্ষেপ

নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ:

প্রশ্ন ৩৯: যখন নতুন ক্ষমতা তৈরি করা হয়, তখন কি ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টি সুস্পষ্ট নির্দেশনার সাপেক্ষে হয়? সেই নির্দেশিকা কি প্রকাশিত হয়?

প্রশ্ন ৪০: ক্ষমতার অপব্যবহার, বা মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রমাণ রয়েছে কি? অত্যধিক ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছে, বা যারা ক্ষমতার লক্ষ্যবস্তু নয় কিন্তু তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে এমন কোন প্রমাণ রয়েছে?

প্রশ্ন ৪১: ক্ষমতাগুলো কি ন্যায্যভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং যাদের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে করা হচ্ছে কি? অপমান অথবা মানুষের সম্মানহানি করতে ব্যবহার করার কোন প্রমাণ রয়েছে?

প্রশ্ন ৪২: আইন লঙ্ঘনের জন্য কী ধরণের জরিমানা রয়েছে? তারা অপরাধী না সাধারণ নাগরিক? জরিমানা কত? এগুলো কি যুক্তিসঙ্গত? লঙ্ঘনের পরিমান অনুযায়ী কি সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ?

প্রশ্ন ৪৩: আইন লঙ্ঘনে যেখানে জরিমানা করা হয়, সেসব জারি করার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়েছে কি? উদাহরণস্বরূপ, যেসব কমিউনিটি আর্থ-সামাজিক কারণে স্ব-বিচ্ছিন্ন/সামাজিকভাবে দূরত্ব বজায় রাখতে অক্ষম হতে পারে বা এমন প্রেক্ষাপট যেখানে একসাথে অনেকে থাকে সেখানে লকডাউন।

প্রশ্ন ৪৪: এগুলো কি কঠোর দায়বদ্ধতা হবে, অথবা সেখানে কি কোনো ভুল এবং/অথবা ফৌজদারী অপরাধের মানসিক উপাদানের উপস্থিতি প্রমাণের প্রয়োজন হবে, যাতে যুক্তিসঙ্গত আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকে?

প্রশ্ন ৪৫: সামরিক বাহিনীকে কি জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করতে ব্যবহার করা হচ্ছে? এবং যদি তা হয় তবে তারা কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করছে এবং সেটা বেসামরিক জীবনকে কি প্রভাবিত করছে এবং কীভাবে করছে?

আলোচনা: আইন ও নীতিমালা প্রয়োগ

৩.৮. জরুরী পরিস্থিতি দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সৃষ্টি হওয়ার কারণে, জরুরি ক্ষমতাগুলো সাধারণত সবিস্তারে প্রকাশ করা হয় যেন সেটা বিচিত্র এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে পারে। তবে ব্যাপক ক্ষমতা অপব্যবহারের গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, অত্যধিক ক্ষমতার সাথে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, জনসাধারণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে যা তাদের প্রয়োগ করা উচিত নয়, অথবা বৈষম্যমূলক বা অবমাননামূলক উপায়ে ববহার করা হতে পারে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে ক্ষমতাগুলো যেনো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, কেবলমাত্র তাদের প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, কীভাবে এবং কখন ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে[9] এবং পর্যাপ্ত পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জের সুযোগ রয়েছে।

৩.৯. প্রান্তিক ও সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল) গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে কীভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করা হয় তা পর্যবেক্ষণে সিএসও(CSO) এবং এইচআরডি (HRD) এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা যেভাবে নিয়মিত দেখি যে জরুরী ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়, বিশেষ কিছু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হয়রানি ও অবমাননার নামে ক্ষমতা এবং/অথবা নৃশংসতা প্রয়োগের বিশাল সুযোগ আছে এবং অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতা, যেমন নজরদারি, ব্যবহারেরও সুযোগ রয়েছে।

৩.১০. চলমান মহামারী মোকাবেলায় পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক বলপ্রয়োগের অভিযোগ রয়েছে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বলপ্রয়োগ বিশেষ করে অস্ত্রের ব্যবহার বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, সামঞ্জস্যপূর্ণতা, সতর্কতা এবং বৈষম্যহীন নীতি দ্বারা পরিচালিত হতে হয়।[10] জাতিসংঘের এক্সট্রাজুডিশিয়াল, সামারি অর আরবিট্রারি একজিকিউশন বিষয়ক বিশেষ রেপোর্টিয়ার আগনেস ক্যালামার্ড যেভাবে উল্লেখ করেছেন,[11] কারফিউ ভাঙ্গা, বা চলাফেরার স্বাধীনতার উপর কোনও বিধিনিষেধ ব্যাপকহারে নীতি দ্বারা ক্ষমতার প্রয়োগ করা উচিত নয় এবং এবং কোনো পরিস্থিতিতেই মারাত্মক শক্তি ব্যবহারের দিকে পরিচালিত করা উচিত নয় । আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা কীভাবে এবং কোন উপায়ে বল প্রয়োগ করতে পারবেন সে সম্পর্কে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক আইনি বিধান রয়েছে যা নির্ধারিত।[12] চূড়ান্তভাবে, এটি স্পষ্ট যে একটি নীতি অথবা চর্চা যা খুব দ্রতই মারাত্মক শক্তিকে অবলম্বন করে তা কখনই আইনসম্মত নয়, কিন্তু সেখানে অনুমোদনযোগ্য ক্রমবর্ধমান বলপ্রয়োগের নামে আরও কিছু পদক্ষেপ আছে। জরুরী অবস্থায় প্রচলিত ক্ষমতার তুলনায় পুলিশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হতে পারে কিন্তু অতীব প্রয়োজনীয় হলেই কেবল তা ব্যবহার করা উচিৎ এবং যা কেবল তাদের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয়।

৩.১১. যেমন ক্যালামার্ড উল্লেখ করেছেন,[13] পুলিশকে অবশ্যই যথাযথ এবং কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এবং বলপ্রয়োগ প্রয়োজন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মূল্যায়ন করতে হবে। এবং আলোচনা, নির্দেশনা, পরামর্শ এবং জনসম্পৃক্ততা পুলিশের জন্য পরিচালন নীতি হওয়া উচিত।

৩.১২. রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে (বিরোধী রাজনৈতিক দল বা সিএসও এবং এইচআরডি দমন সহ) যা **মহামারী সম্পর্কিত নয়**, আইন ব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে। এটি বিশেষ করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে উদ্বেগজনক, যদিও সংসদ বা বিচার বিভাগ কর্তৃক এই পদক্ষেপগুলোর ব্যবহারের সীমিত তদারকি রয়েছে (উপরে উল্লিখিত অনেক দেশ পার্লামেন্ট বা বিচারিক প্রতিষ্ঠানকে আংশিক বা পুরোপুরি স্থগিত করেছে)।

৩.১৩. পরিশেষে এটি লক্ষণীয় যে বেশ কয়েকটি সরকার সেনাবাহিনীকে জরুরি অবস্থার সময় যৌক্তিক ও অন্যান্য সহায়তা সরবরাহের আহ্বান জানিয়েছে। তবে, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জরুরী পরিস্থিতিতে আমরা সেনাবাহিনীকে বেসামরিক জীবনযাত্রায় অনধিকার প্রবেশ করতে দেখেছি; এটি কোভিড-১৯ এর ক্ষেত্রেও উদ্ভব হতে শুরু করেছে[14]

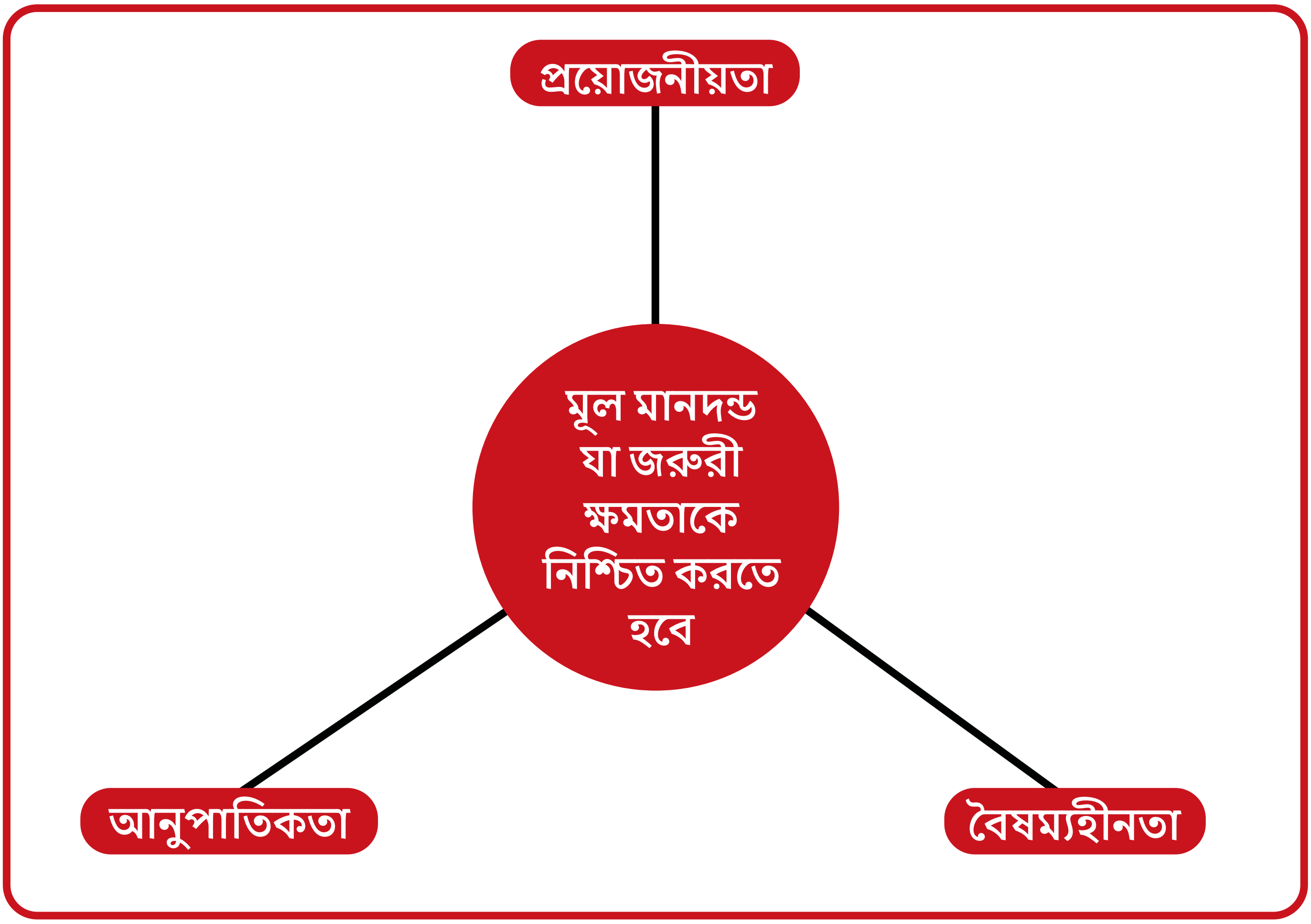

জরুরি ক্ষমতা অপব্যবহারের রেকর্ডকৃত উদাহরণ:

যেখানে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত জরুরি ক্ষমতাগুলো মাত্রাতিরিক্ত বা এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যা মানুষের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে:

- কোয়ারেন্টিন ব্যবস্থা লঙ্ঘন করার জন্য বৈষম্যমূলক জরিমানা - কারফিউ লঙ্ঘনকারীদের পশুর খাঁচায় রাখা হয়েছে[15] এবং ফিলিপাইনে গুলো করে মেরে ফেলার নীতি ঘোষণা করা হয়েছে[16] এবং সিঙ্গাপুরে প্রবাসী শ্রমিকদের ফেরত পাঠানো হয়েছে;[17]
- দক্ষিণ আফ্রিকা[18] এবং কেনিয়াতে[19] ভাইরাস প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে;
- কেনিয়ায় কারফিউ প্রয়োগে পুলিশ বাহিনীর ব্যবহারের ফলে প্রচুর সংখ্যক মৃত্যু;[20]
- ভারতে জীবাণুমুক্ত করতে রাস্তার পাশে শ্রমিকদের ওপরে রাসায়নিক ছিটানো হয়েছিল;[21]

- ভারত এবং প্যারাগুয়ে উভয় ক্ষেত্রে কারফিউয়ের অপমানজনক প্রয়োগ কৌশল;[22]
- পুলিশ এবং সৈন্যরা দক্ষিণ আফ্রিকাতে লকডাউন লঙ্ঘনকারীদের চড় মারছে, বেত্রাঘাত করছে, লাথি মারছে এবং গুলি চালাচ্ছে, জল কামান দিয়ে জল ছিটানো হয়েছে এবং মানুষকে অবমাননাকর অবস্থানে যেতে বাধ্য করেছে;[23]
- ফিলিপাইনে খাদ্যের অভাবে প্রতিবাদের সময় কারফিউ লঙ্ঘনকারীদের গুলি করে হত্যা করার হুমকি দেয়া হয়েছে।[24]

যেখানে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত ক্ষমতাগুলো বৈধ রাজনৈতিক ভিন্নমতকে আক্রান্ত এবং ক্ষুন্ন করতে বা রাজনৈতিক সমালোচক বা ভিন্নমতাবলম্বীদের আক্রান্ত করতে ব্যবহার করা হয়েছে:

- লেবানন,[25] আলজেরিয়া,[26] ভারত,[27] হংকং,[28] এবং চিলির[29] সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করা এবং কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের দাবি করা হয়েছে;
- উগান্ডায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা দমন করার জন্য পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট আইন ব্যবহার করা হয়েছে;[30]
- মহামারী সম্পর্কে সরকারের পদক্ষেপের সমালোচনাকারীর বিরুদ্ধে ভুয়া সংবাদ রোধের আইনের ছদ্মবেশে "বিদ্বেষমূলক সংবাদ"আইন প্রবর্তন - বিশিষ্ট উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে থাইল্যান্ড,[31] ইন্দোনেশিয়া,[32] মরোক্কো,[33] এবং হাঙ্গেরি;[34]
- ইস্রায়েল[35] এবং রোমানিয়ার[36] রাজনৈতিক নেতারা পূর্ববর্তী রাজনৈতিক দুরাচরণের দায়বদ্ধতা এড়াচ্ছে;
- জর্দান,[37] মিশর[38] এবং চীনে[39] প্রচারিত তথ্যের প্রতি চ্যালেঞ্জের ভিত্তিতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রত্যাহার

ক্ষমতাকে আরও মজবুত করতে কোভিড-১৯-কে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে অথবা বিদ্যমান ক্ষতিকর বিষয়গুলোকে চালিয়ে যায় এমন দেশগুলোর উদাহরণ:

- কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয়তার ফলস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রতিরোধমূলক অভিবাসন এজেন্ডা,[40] প্রজনন সংক্রান্ত অধিকার রোলব্যাক,[41] এবং পরিবেশ বিধির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে;[42]
- সরকারকে জবাবদিহিতায় আনতে বিচার বিভাগের প্রভাব এবং নাগরিক সমাজের সক্ষমতা কমাতে হাঙ্গেরিতে নির্বাহী ক্ষমতা দখল;[43]
- কলম্বিয়াতে, রাষ্ট্র মানবাধিকার রক্ষাকারীদের সুরক্ষা প্রত্যাহারের অজুহাত হিসাবে মহামারীটিকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছে;[44]
- ইন্দোনেশিয়ায় সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো নিরীক্ষণ করছে এবং যারা কোভিড-১৯ কেস পরিচালনায় রাষ্ট্রপতির কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করে তাদের শাস্তি দিচ্ছে।-›

৪ সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল) বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর জরুরি আইন ও নীতিমালার প্রভাব

৪.১. সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল) বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর জরুরি আইন ও নীতিমালার প্রভাব

প্রশ্ন ৪৬: কী উপায়ে কোন বিশেষ প্রান্তিক বা সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল) জনগোষ্ঠী জরুরি ক্ষমতা এবং ব্যবস্থা দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়

প্রশ্ন ৪৭: ইতোমধ্যেই প্রান্তিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে এমন কোনো পদক্ষেপ কি গ্রহণ করা হয়েছে যেমন ডিজিটাল নজরদারির ব্যবস্থা?

প্রশ্ন ৪৮: জরুরী ব্যবস্থাগুলোতে কোনো জেন্ডার বা অন্যান্য সমতার ওপর প্রভাবের মূল্যায়ন করা হয়েছে কি? জরুরী আইন বা নীতিমালার জন্য কি এই জাতীয় মূল্যায়ন/পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন?

প্রশ্ন ৪৯: মেডিক্যাল টেস্ট বা চিকিৎসা সেবার সুযোগ প্রাপ্তিতে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বা পক্ষে বৈষম্যের কোনো প্রমাণ রয়েছে কি?

প্রশ্ন ৫০: রাষ্ট্রীয় ত্রাণ অথবা সহায়তা সরবরাহ/বিতরণে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী/সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বা পক্ষে বৈষম্যের কোনো প্রমাণ আছে কি?

প্রশ্ন ৫১: রাজনীতিবিদ বা নীতিনির্ধারকরা কি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী/সম্প্রদায়কে কোভিড-১৯ প্রকোপের জন্য দায়ী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন?

আলোচনা: সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল)/প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব

৪.২. মহামারীটি মোকাবেলায় জরুরী উদ্যোগগুলোর ক্ষতিকারক প্রভাবের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার যেন আইন ও নীতিমালা প্রান্তিক ও সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল) গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্বশীল হতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে, এই জাতীয় গোষ্ঠীগুলো জরুরি ব্যবস্থা দ্বারা সামঞ্জস্যহীনভাবে আক্রান্ত হচ্ছে।

৪.৩. এটিও লক্ষ্য করা উচিত যে কয়েকটি দেশে গৃহীত এবং কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত ব্যবস্থাগুলো ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলবে যখন তা অন্য দেশে ভিন্ন অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অন্যভাবে রূপান্তরিত হবে। মহামারী মোকাবেলার পদক্ষেপ যা সামাজিক সহায়তা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলে সেটা অবশ্যই বিশেষ সংবেদনশীল হতে হবে – কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে "লড়াইয়ে" নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উৎস অথবা নীতিমালাকে অগ্রাধিকার প্রদানের সিদ্ধান্ত কিছু জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে যারা আগে থেকেই দারিদ্র্যের অথবা অন্যান্য বঞ্চণার শিকার, তাদের ভিন্ন অথবা বাড়তি ভোগান্তির কারণ ঘটাবে।

৪.৪. চূড়ান্তভাবে, এমনকি যেখানে রাষ্ট্রগুলো তাদের মানবাধিকারের কিছু বাধ্যবাধকতা "স্থগিত" করেছে, সেখানে কিছু মৌলিক মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতাগুলো কখনই রদ করা যায় না।[45] বিশেষত, জরুরি ব্যবস্থা অবশ্যই বৈষম্যমূলক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কোনও সরকারী প্রতিক্রিয়া অবশ্যই নির্দিষ্ট কমিউনিটির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক পরিণতির (উদ্দেশ্যমূলক বা অন্যকিছু) কারণ হবে না এবং/অথবা তাদের অতিরিক্ত দুর্ভোগ ঘটায়, বিশেষত যেখানে তারা ইতোমধ্যে অসহায় অবস্থার মধ্যেই রয়েছে। সরকারগুলোকে তাদের উপর যে কোনও অপ্রয়োজনীয় প্রভাব হ্রাস করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণসহ দুর্বল গোষ্ঠীর ওপর জরুরি অবস্থার প্রভাবকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বিশেষত সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল) জনগোষ্ঠী যারা এখনও পর্যন্ত চিহ্নিত হয়েছে:

৪.৫. গৃহহীন বা চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী

লকডাউন ব্যবস্থা গৃহহীন ও দরিদ্রদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক হতে পারে, যারা অন্যভাবেও সংক্রমণে আক্রান্ত হতে পারে:

- গৃহহীন জনগোষ্ঠী ব্যবস্থাপণার প্রচলিত উপায়সমূহ চাপের মধ্যে পড়তে পারে, বাধ্যতামূলক সামাজিক দূরত্বের কোভিড-১৯ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়[46]
- নিয়মিত আয়ের সুযোগের অভাব যেখানে স্বাস্থ্যসেবার সুবিধাকে অকার্যকর করে দেয় (বা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সক্ষম করে না), সেই ব্যক্তিরা অনন্যভাবে সংক্রমণে শিকার হতে পারে;[47]
- যেখানে এই কারণগুলোর ফলস্বরূপ, ব্যাপক হারে গৃহহীন ব্যক্তিরা অন্যান্য গুরুতর ইমিউনো-কমপ্রোমাইজিং রোগের (যেমন এইচআইভি) বিশেষ ঝুঁকির মধ্যে ভোগেন[48]

৪.৬. স্থায়ী অভিবাসন ছাড়া যারা রয়েছেন:

কোভিড-১৯- এ সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অভিবাসী জনগোষ্ঠীতে আরও ভোগান্তির কারণ হতে পারে এবং এর উল্টো পরিণতি হতে পারে:

- লকডাউন ব্যবস্থা অভিবাসী শ্রমিকদের কর্মস্থল ত্যাগে বাধ্য করতে পারে, যা অভিবাসী কর্মীদের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করে, পাশাপাশি লকডাউনের ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ায়;[49]
- যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবার আওতায় মূল কর্মী হিসাবে মনোনীত না হওয়া অনেক অভিবাসীকে হোম অফিসের "বৈরি পরিবেশ" এর অধীনে রাষ্ট্রীয় সহায়তা সুবিধা বন্ধ করা হয়েছে;[50]
- প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের পরীক্ষার বাধ্যবাধকতার জন্য লেবাননে অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা তাদের ব্যয় অতিরিক্ত বাড়িয়ে দিয়েছে;[51]
- এটা উল্লেখযোগ্য, তুলনা করে দেখা গেছে যে, সেই ব্যবস্থাগুলো যেসব উল্লেখযোগ্য দুর্ভোগের কারণ, সেসব অভিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় নয়, এবং অন্যান্য বিকল্পগুলো সহজলভ্য, যেমন পর্তুগালে গৃহীত পদক্ষেপ, যেখানে সমস্ত অভিবাসী এবং আশ্রয়প্রার্থীদের স্থায়ী বাসিন্দার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে, তাদের স্বাস্থ্যসেবা, কল্যাণ সুবিধা, ব্যাংক হিসাব, কর্মসংস্থান এবং ভাড়া চুক্তি সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।[52]

৪.৭. কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জেন্ডার-স্পেসিফিক পরিণতি হতে পারে:

- নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামাজিক যত্ন এবং সেবিকার ভূমিকায় নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা সাধারণত কম বেতনের এবং উচ্চ সংক্রমণ ঝুঁকিসম্পন্ন;[53]
- লকডাউন এবং কোয়ারেন্টিনে প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারী এবং একক অভিভাবক হিসাবে মহিলাদের উপর অত্যধিক বোঝা তৈরি করতে পারে;[54]
- অনেক মহিলাকে বাড়িতে সহিংস অংশীদারদের সাথে থাকতে বাধ্য হয়, যার ফলে লকডাউনের সময় গৃহ সহিংসতার ঘটনা বৃদ্ধি পায়[55] কারণ নারী আশ্রয়কেন্দ্রগুলো সামাজিক দূরত্বের ফলে যুগপৎভাবে তাদেরকে মানিয়ে নিতে বাধ্য করে[56]

- যৌনকর্মীরা, যারা প্রধানত নারী, তাদের শোষণের সম্ভাবনা বেশি থাকে কেননা তাদেরকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়,[57] এবং সমান প্রতিনিধিত্বে অপারগ যেভাবে অন্যান্য পেশা জনস্বাস্থ্য নীতিতে প্রভাব ফেলে।[58]

৪.৮. প্রতিবন্ধী কমিউনিটি:

কোভিড-১৯-এর ফলে আরোপিত বিধিনিষেধগুলো, সেইসাথে স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতির ব্যবহারযোগ্য সম্পদের পুনর্বণ্টন, সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় সেবা যা তাদেরকে সুরক্ষা দিবে এবং নিরাপত্তা দিবে তা অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের করে তুলবে।

- যুক্তরাজ্যের নতুন জরুরি ক্ষমতার কারণে মানসিক এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্ধারিত সুরক্ষা এবং পরিষেবাদিগুলো বাদ দেয়া যেতে পারে;[59]
- গ্রীসে অনেক শরণার্থী রয়েছেন যাদের শারীরিক অক্ষমতা বা জটিল স্বাস্থ্য পরিস্থিতি রয়েছে তারা সামাজিক দূরত্বের পদ্ধতিগুলো পালন করতে অপারগ;[60]
- যুক্তরাজ্য[61] এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের[62] সরকারের নেয়া পদক্ষেপগুলো প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ওপর করোনাভাইরাসের প্রভাব যথাযথভাবে বিবেচনায় না নেয়ায় সমালোচিত হয়েছে

৪.৯. উদ্বাস্তু এবং চরম মানবিক সংকটাপন্ন অঞ্চলগুলোতে বসবাস করেন:

অধিকারের স্বনির্ভরতা এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, যেখানে তারা চূড়ান্ত কষ্ট ভোগ করে এবং বিদ্যমান মানবিক সঙ্কটের (খাদ্য, জল এবং স্বাস্থ্যসেবার সংকট সহকারে) মুখোমুখি, তারা কোভিড-১৯ এর ফলে অতিরিক্ত দুর্ভোগের মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে, এবং তাদের বঞ্চনার পরিস্থিতি তাদেরকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম করে তোলে:

- করোনাভাইরাস যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে মারাত্মক ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে যেখানে ইতোমধ্যেই খাদ্য এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা দুর্বল, যেমন সিরিয়া,[63] ইয়েমেন[64] এবং দক্ষিণ সুদান;[65]
- বিশ্বজুড়ে বাস্তুচ্যুত শরণার্থী জনগোষ্ঠী, বিশেষভাবে ঝুঁকিতে রয়েছে আশ্রিত দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত না থাকার কারণে।[66]

৪.১০. আটকের আওতাধীন জনগোষ্ঠী

বন্দীরা এবং বিশ্বজুড়ে যারা আটক রয়েছেন তারা সংক্রমণের প্রকৃত ঝুঁকির সম্মুখীন এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় সুযোগের অভাব রয়েছে তারা আটক থাকার ফলে:

- যুক্তরাষ্ট্রের আইসিই (ICE) কেন্দ্রগুলোতে এবং গোটা যুক্তরাজ্য[67] জুড়ে আটক কেন্দ্রগলোতেও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার কারণে অভিবাসী বন্দীরা অধিক সংক্রমণের ঝুঁকিতে আছে;[68]
- অন্যান্য দেশের মতো করোনাভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় ইরান,[69] ব্রাজিল,[70] ভেনিজুয়েলা[71] এবং ইতালিতে[72] কারাগারে দাঙ্গা শুরু হয়েছে।

৫ পরিপ্রেক্ষিত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের গুরুত্ব

৫.১. কোভিড-১৯ এর প্রতিক্রিয়ার প্রভাবগুলো সেখানে সুনির্দিষ্ট হতে চলেছে যেসব দেশ এবং অঞ্চলগুলোতে ব্যবস্থাগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে। লকডাউনের কারণে প্রভাবিত দেশগুলোর যে বিশাল অংশের অর্থনীতি অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের দ্বারা পূরণ হয় (যেমন ভারত[73] এবং লাতিন আমেরিকায়[74] তারা তাদের ইউরোপীয় পরিপূরক অংশের (কাউন্টারপার্ট) সম্পূর্ণ বিপরীত। হাজার হাজার অভিবাসী কর্মী, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, লকডাউনের কারণে উপসাগর জুড়ে নোংরা এবং ঘিঞ্জি অবস্থার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছে।[75]

৫.২. বৈষম্যমূলক পদক্ষেপগুলো সামাজিক সংহতিকে ক্ষুন্ন করতে পারে এবং এর ফলে আরও গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতে পারে কারণ ভবিষ্যতে অসন্তুষ্টি কাটাতে রাষ্ট্রকে ক্রমবর্ধমান কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। একইভাবে, বিদ্যমান নীতিমালা অধিকারগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে – যেমন বাংলাদেশ, ইথিওপিয়া, ভারত এবং মিয়ানমারে চলমান ইন্টারনেট শাটডাউন এবং স্লোডাউন[76] – প্রয়োজনীয় তথ্য এবং পরিষেবাদি পেতে বাধা তৈরি করে জনগোষ্ঠির সংবেদনশীলতাকে বিঘ্নিত করে।

৫.৩. এগিয়ে চলার জন্য, প্রয়োজনীয় হল সুক্ষ্ম এবং স্থানীয়ভাবে দায়িত্বশীল নীতি যা বাস্তবভিত্তিক এবং কমিউনিটির বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষত সর্বাধিক দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাবকে বিবেচনা করে। এই ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ এখানে সহায়ক। নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোকে অবশ্যই যথাযথ নীতিমালা তৈরি এবং পর্যালোচনায় জড়িত থাকতে হবে এবং ব্যবস্থাগুলো দ্বারা আক্রান্ত দুর্বল গোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণে এবং সহায়তা প্রদানে সক্ষমতা থাকতে হবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে নাগরিক সমাজ যখন এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার তখন তারা বাধাগ্রস্ত নয়। তদুপরি, নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণকে সম্মান করতে হবে যাতে এই সময়ে কার্যনির্বাহী ব্যক্তিকে যে বিশাল ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তার অপব্যবহার না হয়।

৬ প্রস্তাবিত অ্যাডভোকেসির লক্ষ্যসমূহ

আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং দেশীয় অ্যাডভোকেসির লক্ষ্যসমূহেরর একটি তালিকা নীচে দেয়া হলো। এটি একটি সম্পূর্ণ তালিকা হিসাবে তৈরি করা হয়নি; তবে কিছু প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/অফিসের উদাহরণ, যা নাগরিক সমাজের সংগঠন (সিএসও) এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন (এইচআরডি) সংস্থাগুলো কভিটি-১৯ প্রভাবিত কয়েকটি দেশেকে লক্ষ্যবস্তু করতে পারে। স্পষ্টতই, কোভিড-১৯ একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং নীচের তালিকাভুক্ত দেশেগুলোর বাইরে এবং লক্ষ্যভুক্ত নয় এমন কিছু দেশ নিয়ে একটি সুপরিকল্পিতভাবে গাইড হিসাবে তৈরি করা হয়েছে যা আমরা আশা করি যে এটি সহায়ক হবে।

যদি আপনি আন্তর্জাতিক পদ্ধতিগুলোর সহায়তা প্রয়োজন মনে করেন, তবে রাইটস এন্ড সিকিউরিটি ইন্টারন্যাশনালের সাথে **covid19@rightsandsecurity.org** - এ যোগাযোগ করুন

আন্তর্জাতিক

জাতিসংঘের চুক্তি সংস্থা অভিযোগ প্রক্রিয়া

কোনো কমিটিতে অভিযোগের জন্য[1], এই প্রক্রিয়াটি পালন করা উচিৎ এবং **এই ঠিকানায়**।

যে সকল কমিটি প্রত্যক্ষ এবং স্বতন্ত্র অভিযোগ পেতে পারে:
নির্যাতনের বিরুদ্ধে কমিটি (CAT);[2]
মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ কমিটি (CEDAW);[3]
বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত কমিটি (CERD);[4]
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কিত কমিটি (CRPD);[5]
শিশু অধিকার সম্পর্কিত কমিটি (UNCROC);[6]
মানবাধিকার কমিটি (ICCPR);[7]

বিষয় ভিত্তিক জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ প্রক্রিয়াসমূহ

স্পেশাল রেপোর্টিয়ার:

মানসম্মত জীবনযাপনের অধিকারে পর্যাপ্ত বাসস্থানবিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি
Leilani Farha: srhousing@ohchr.org;
Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerances:
Tendayi Achiume: racism@ohchr.org;
Special Rapporteur on extreme poverty and human rights:
Philip Alston: srextremepoverty@ohchr.org;
Special Rapporteur on freedom of religion or belief:
Ahmed Shaheed: freedomofreligion@ohchr.org;
Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation:
Léo Heller: srwatsan@ohchr.org;
Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons:
Cecilia Jimenez Damary: idp@ohchr.org;
Special Rapporteur on the human rights of migrants:
Felipe Gonzáles Morales: migrant@ohchr.org;
Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers:
Diego García-Sayán: RindependenceJL@ohchr.org;
Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression:
David Kaye: freedex@ohchr.org;
Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health:
David R. Boyd: ieenvironment@ohchr.org;

Special Rapporteur on the right to food:

Hilal Elver: srfood@ohchr.org;

Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples:

Victoria Lucia Tauli-Corpuz: indigenous@ohchr.org;

Special Rapporteur of the rights to freedom of peaceful assembly and association:

Clement Nyaletsossi Voule: freeassembly@ohchr.org;

Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities:

Catalina Devandas Aguilar: sr.disability@ohchr.org;

Special Rapporteur on torture and other form cruel, inhuman or degrading treatment of punishment:

Nils Melzer: sr-torture@ohchr.org;

Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences:

Dubravka Šimonovic: vaw@ohchr.org

স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ:

বয়স্কদের মানবাধিকার উপভোগবিষয়ক স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ (Rosa Kornfeld-Matte: olderpersons@ohchr.orh);

কার্যকরী দল:

বিধিবহির্ভূত আটকবিষয়ক কার্যকরী দল: বিধিবহির্ভূত আটক সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যক্তির অভিযোগ গ্রহণ করে (খসড়া দ্রষ্টব্য এখানে কার্যকরী দলের নীতি ও নির্দেশিকা) এখানে পাঠাতে হবে: gad@ohchr.org);

নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিষয়ক কার্যকরী দল (wgdiscriminationwomen@ohchr.org)

জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের বৈশ্বিক জোট

আঞ্চলিক

African Commission on Human and Peoples' Rights: (Special Rapporteurs, Working Groups, Advisory Committees)

Contact: achpr@achpr.org

Special Rapporteur on prisons, conditions of detention and policing in Africa

Special Rapporteur on rights of women

Special Rapporteur on Freedom of Expression and access to information

Special Rapporteur on refugees, asylum seekers, internally displaced persons and migrants in Africa

Working Group on rights of older people and people with disabilities

Arab Human Rights Committee

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) (public@asean.org)

ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women (ACWC) (public@asean.org)

European Court of Human Rights (application instructions)

Inter-American Court of Human Rights (information on how to file a petition (English/Espagnol/Portugués))

Organization of Islamic Countries Independent Permanent Human Rights Commissions

South Asian Association for Regional Cooperation, Human Rights Foundation: http://saarchumanrights.org/contact-us/

জাতীয়

আলজেরিয়া / Algeria

Conseil National des Droits de l'Homme

বাহরাইন / Bahrain

National Institution for Human Rights

বাংলাদেশ / Bangladesh

Bangladesh Human Rights Commission

কোমরুন / Comores

Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés

জিবুতি / Djibouti

Commission Nationale des Droits de l'Homme

মিশর / Egypt

National Council for Human Rights

এল সালভেদর / El Salvador

National Human Rights Commission

ইথিওপিয়া / Ethiopia

Ethiopian Human Rights Commission

হোনডুরাস / Honduras

Human Rights Commission

হাঙ্গেরী / Hungary

Hungarian Helsinki Committee

Office of the Commissioner for Fundamental Rights

ভারত / India

National Human Rights Commission

ইরাক / Iraq

Independent High Commission for Human Rights

জর্ডান / Jordan

National Centre for Human Rights

কেনিয়া / Kenya

Kenya Human Rights Commission

কুয়েত / Kuwait

National Council for Human Rights

লেবানন / Lebanon

The National Human Rights Commission

লিবিয়া / Libya

Libyan National Council for Civil Liberties and Human Rights

মৌরিতানিয়া / Mauritania

Commission Nationale des Droits de l'Homme

মরক্কো / Morocco

Conseil national des droits de l'Homme

মায়ানমার / Myanmar

Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC)

UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar: Yanghee Lee: sr-myanmar@ohchr.org

নেপাল / Nepal

National Human Rights Commission

ইন্দোনেশিয়া / Indonesia

National Human Rights Commission

National Commission on Anti Violence against Women

National Ombudsman

National Parliament

ওমান / Oman

Oman Human Rights Commission

পাকিস্থান / Pakistan

Federal Ombudsman

National Commission for Human Rights

প্যালেষ্টাইন / Palestine

The Independent Commission for Human Rights
UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territories occupied since 1967:
Stanley Michael Lynk: sropt@ohchr.org
B'tselem, The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories

ফিলিপাইন / Philippines

Commission of Human Rights of the Philippines
Ombudsman of the Philippines
Philippine Commission on Women
Senate Committee on Justice and Human Rights
House of Representatives Committee on Human Rights

কাতার / Qatar

National Human Rights Committee

আঞ্চলিক মুসলিম মিন্ডানাও এর ব্যাংসামোরো স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সরকার (বিএআরএমএম) / Regional government of the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao (BARMM)

Regional Human Rights Commission

সৌদি আরব / Saudi Arabia

National Society for Human Rights
Saudi Human Rights Commission

সুদান / Sudan

The National Human Rights Commission

সিরিয়ান আরব রিপাবলিক / Syrian Arab Republic

Syrian Human Rights Committee
UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Syrian Arab Republic:
Aristidi Nononsi: iesudan@ohchr.org

থাইল্যান্ড / Thailand

National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT)
National Ombudsman

তিমুর লেস্টে / Timor Leste

Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) of Timor Leste

তিউনিশিয়া / Tunisia

Comité Supérieur des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales

গ্রেট বৃটেন / United Kingdom

Equality and Human Rights Commission
Parliamentary and Health Service Ombudsman

Joint Select Committee on Human Rights

পাদটিকা

1. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E
2. এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে সংবিধানিকভাবে অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠিত, এবং সাংবিধানিক নিয়ম ব্যতিরেকে জরুরি অবস্থা জারি করা, অধিকারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাধারণ আইন ব্যবহার করা।
3. মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষা এবং মৌলিক অধিকারবিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদকের A/HRC/37/52 প্রতিবেদন দেখুন, যেখানে সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রেক্ষাপটে জরুরী অবস্থায় মানবাধিকারের চ্যালেঞ্জগুলোকে রেখেই সন্ত্রাসবাদ দমন করা হচ্ছে [১৫]। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, ভারতীয় সংবিধান জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং কিছু মৌলিক অধিকার স্থগিত করার ক্ষমতা দিয়েছে; তবে এর পরিবর্তে মহামারী মোকাবেলায় সরকার এপিডেমিক ডিজিজেজ অ্যাক্ট ১৮৯৭ (Epidemic Diseases Act 1897) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৫ (Disaster Management Act 2005) ব্যবহার করেছে।
4. উদাহরণস্বরূপ দেখুন International Covenant on Civil and Political Rights, art 4; European Convention on Human Rights, art 15; American Convention on Human Rights, art 27; Arab Charter on Human Rights, art 4.
5. উদাহরণস্বরূপ প্রদত্ত জাতিসংঘ নির্দেশনা দেখুন Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights of (1984) যা মূলনীতিটিকে সমর্থন করে যেখানে বাস্তবে ব্যত্যয়ের ঘটনা ঘটছে (যেমন অভ্যন্তরীণ আইন), সেখানে তার নীতিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইনের ব্যত্যয় করা উচিত।
6. "উদাহরণস্বরূপ দেখুন, এ পর্যন্ত, ১০টি ইসিএইচআর দেশ মহামারী মোকাবেলায় আর্টিকেল ১৫-এর অধীনে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে। দেশগুলো হচ্ছে আলবেনিয়া, আর্মেনিয়া, এস্তনিয়া, জর্জিয়া, লাটভিয়া, উত্তর ম্যাসেডোনিয়া, মলডোভা, রোমানিয়া, সান মারিনো এবং সার্বিয়া।"
7. উদাহরণস্বরূপ দেখুন "সূর্যাস্ত" সময়কাল দুই বছর হওয়া সত্ত্বেও ইউকে করোনাভাইরাস আইনের বিষয়ে ব্যবস্থাটি ছয় মাসের মধ্যে পর্যালোচনা করার বিষয়ে বিধান দেখুন https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/19/the-guardian-view-on-the-coronavirus-bill-strengthen-the-sunset-clause; ফরাসি আইনে একই বিধান (২ মাসের পর্যালোচনা): http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/france-government-adopts-law-declaring-and-defining-a-state-of-health-emergency/; এবং ফেডারেল এবং রাষ্ট্রীয় স্তরে জার্মানিতে সমপর্যায়ের বিধানগুলো: https://www.wsj.com/articles/germany-readies-emergency-budget-to-shield-economy-from-coronavirus-fallout-11584894181 and https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-16-20-intl-hnk/h_6dc565297dae326d424f5a2f13618aeb.
8. উদাহরণস্বরূপ সুইজারল্যান্ডে গৃহীত পদক্ষেপগুলো দেখুন: https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/26/world/europe/26reuters-health-coronavirus-swiss-data.html; ইস্রায়েল, সিঙ্গাপুর এবং দক্ষিণ কোরিয়া: https://www.cnbc.com/2020/03/27/coronavirus-surveillance-used-by-governments-to-fight-pandemic-privacy-concerns.html.
9. https://www.icj.org/covid-19-use-of-digital-surveillance-technologies-must-be-human-rights-compliant/
10. উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাজ্যে লকডাউন আইনগুলোতে পুলিশের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তাটি দেখুন: https://www.bbc.co.uk/news/uk-52101040.
11. আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা শক্তি প্রয়োগের প্রেক্ষিতে এই ধারণাগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য দেখুন https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/HumanRightsDispatch1.pdf
12. পূর্বোক্ত
13. পূর্বোক্ত https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx
14. পূর্বোক্ত, 7.
15. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hungary-military/hungary-to-deploy-military-personnel-to-140-state-companies-during-pandemic-idUSKBN2161C8
16. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/philippines-president-duterte-shoot-to-kill-order-pandemic/
17. https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-4-work-pass-holders-repatriated-and-6-employers-suspended-from-work-pass
18. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/28/south-africa-police-rubber-bullets-shoppers-covid-19-lockdown
19. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/kenya-police-fire-excessive-force-curfew-begins-200328101357933.html
20. https://www.the-star.co.ke/news/2020-03-31-boy-13-shot-dead-in-third-curfew-tragedy-police-blamed/
21. https://indianexpress.com/article/explained/coronavirus-india-lockdown-what-is-being-sprayed-on-migrants-is-it-safe-6339277/
22. https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/01/extreme-coronavirus-lockdown-controls-raise-fears-for-worlds-poorest?CMP=Share_iOSApp_Other
23. https://issafrica.org/iss-today/state-abuses-could-match-the-threat-of-covid-19-itself
24. https://www.aljazeera.com/news/2020/04/dead-duterte-warns-violating-lockdown-200401164531160.html
25. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/lebanon-protests-coronavirus-support-poor-economy.html
26. https://www.france24.com/en/20200318-anti-government-protests-thwarted-as-algeria-bans-street-marches-over-coronavirus
27. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southasia-protest/indian-police-clear-out-anti-government-protest-citing-coronavirus-idUSKBN21B0FW
28. https://www.scmp.com/video/hong-kong/3064579/coronavirus-hong-kong-anti-government-protests-and-violent-clashes-return
29. https://www.aljazeera.com/blogs/americas/2020/04/outrage-chile-pinera-photo-quarantined-protest-site-200405044239014.html
30. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/29/coronavirus-uganda-used-to-lockdowns-poor-healthcare-but-we-are-terrified
31. https://www.hrw.org/news/2020/03/25/thailand-covid-19-clampdown-free-speech
32. https://www.voanews.com/east-asia-pacific/indonesian-police-intensify-crackdown-fake-news
33. https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-morocco/morocco-makes-a-dozen-arrests-over-coronavirus-fake-news-idUKKBN2162EA
34. https://verfassungsblog.de/orbans-emergency/. হাঙ্গেরিয়ান আইনানুযায়ী যদি কেউ মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য প্রচার করে যা জনগণের "সফল সুরক্ষা" - বা সেই বিপদসংকেত অথবা জনসাধারণকে উত্তেজিত করে - তাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত হতে পারে।

35. https://www.euronews.com/2020/03/19/israel-is-no-longer-a-democracy-netanyahu-accused-of-exploiting-coronavirus-to-save-caree
36. https://www.dw.com/en/romanian-lawmakers-reinstate-pm-orban-amid-coronavirus-fears/a-52775071
37. https://www.canberratimes.com.au/story/6684315/virus-wary-jordan-bans-newspaper-printing/?cs=14232
38. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/egypt-expels-guardian-reporter-challenging-coronavirus-count-200326163435427.html
39. https://www.theguardian.com/media/2020/mar/24/us-newspapers-appeal-to-china-not-to-expel-their-reporters
40. https://www.nytimes.com/2020/03/20/us/politics/trump-border-coronavirus.html
41. https://thehill.com/regulation/court-battles/490247-judge-blocks-texas-from-banning-abortion-as-part-of-coronavirus
42. https://www.amnesty.org.uk/press-releases/usa-trump-cynically-abusing-coronavirus-crisis-suspend-environmental-regulations
43. https://www.hrw.org/the-day-in-human-rights/2020/03/26
44. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/colombia-medidas-contra-covid19-desatender-proteccion-personas-defensoras/
45. এতে বিশেষ পরিস্থিতিতে জীবন রক্ষার অধিকার এবং নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
46. https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-homeless/coronavirus-weighs-on-strained-american-system-to-care-for-homeless-idUKKBN20Z1CH
47. https://www.economist.com/leaders/2020/03/26/the-coronavirus-could-devastate-poor-countries
48. https://news.sky.com/story/coronavirus-reaches-african-continent-and-threatens-to-overwhelm-it-11961070
49. https://english.alarabiya.net/en/News/world/2020/03/25/Coronavirus-Thailand-lockdown-pushes-60-000-migrant-workers-to-leave-Official; https://www.nytimes.com/2020/03/29/world/asia/coronavirus-india-migrants.html
50. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/30/hostile-environment-covonavirus-crisis-britain-migrants
51. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/undocumented-struggle-access-coronavirus-tests-lebanon-200328114859620.html
52. https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/portugal-migrants-citizenship-rights-coronavirus-intl/index.html
53. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/29/low-paid-women-in-uk-at-high-risk-of-coronavirus-exposure
54. https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/feminism-womens-rights-coronavirus-covid19/608302/
55. https://www.france24.com/en/20200328-fears-of-domestic-violence-rise-as-millions-confined-over-virus
56. https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-domestic-abuse-women-refuge-shelter-uk-a9424791.html
57. https://www.buzzfeednews.com/article/otilliasteadman/coronavirus-sex-workers
58. https://www.pinknews.co.uk/2020/03/27/sex-work-coronavirus-english-collective-prostitutes-decriminalisation-workers-rights-safety/
59. https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-52036355
60. https://time.com/5806577/coronavirus-refugees/
61. https://www.hrw.org/news/2020/03/26/uk-covid-19-law-puts-rights-people-disabilities-risk
62. https://thehill.com/policy/healthcare/489685-disabled-advocates-warn-coronavirus-stimulus-does-not-address-pandemics
63. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/war-torn-syria-braces-lockdown-virus-case-200323145356045.html
64. https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-yemen/weakened-by-war-and-hunger-yemen-braces-for-coronavirus-idUKKBN21530B
65. https://www.africanews.com/2020/03/27/coronavirus-south-sudan-covid19-outbreak-likely-impact-on-markets-and-food-security-in-south-sudan//
66. https://foreignpolicy.com/2020/03/27/coronavirus-refugee-health-pandemic-unhcr/
67. https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-prisons-immigration-removal-centres-health-release-labour-a9403306.html
68. https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/29/detainees-coronavirus-us-immigration-ice
69. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/prison-riot-southern-iran-coronavirus-fears-200330110225199.html
70. https://metro.co.uk/2020/03/17/hundreds-inmates-escape-prison-coronavirus-riots-brazil-12410748/
71. https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/19/5e72c06f21efa09a6a8b462a.html
72. https://www.dw.com/en/coronavirus-sets-italian-prison-ablaze/a-52742593
73. https://www.nytimes.com/2020/03/25/opinion/india-coronavirus-lockdown.html
74. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/26/as-coronavirus-hits-latin-america-expect-serious-and-enduring-effects/
75. https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/20/covid-19-lockdown-turns-qatars-largest-migrant-camp-into-virtual-prison
76. https://www.hrw.org/news/2020/03/31/end-internet-shutdowns-manage-covid-19?fbclid=IwAR07CoT_We_HC9zNmx-opjq8Z2rZ-r6hMIfruczN6qzRNMEA69aL_V61YAxM

মানবাধিকার

জরুরী আইনের প্রক্রিয়াসমূহ

প্রশ্ন ১: সেখানে কি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে? কোনো জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত আইন, পদক্ষেপ এবং নীতিমালা প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলো কি জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য?

প্রশ্ন ২: জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার আইনি ভিত্তি কী (সাংবিধানিক, আইনসভা , নির্বাহী সিদ্ধান্ত)?

প্রশ্ন ৩: জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার জন্য কি উপযুক্ত প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে? এই প্রক্রিয়াটি কি প্রকাশিত হয়েছে? যদি না হয়, তাহলে কেন?

প্রশ্ন ৪: জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার জন্য যদি কোনও নির্ধারিত প্রক্রিয়া থাকে তবে তা কি ব্যবহার করা হয়েছে? বা জরুরী অবস্থা "নামকরণ" করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ আইন ব্যবহার করা হয়েছে?

প্রশ্ন ৫: জরুরি প্রক্রিয়ার জন্য যদি সাধারণ বিদ্যমান আইন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয় (বিশেষত সাংবিধানিক), তবে কেন এটা করা হয়েছে? সরকার কর্তৃক সেই প্রক্রিয়া কি ন্যায়সঙ্গত হিসেবে প্রতিপাদন করা হয়েছে?

প্রশ্ন ৬: যদি সাধারণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে সেগুলো যে অধিকার বিঘ্নিত করে তা কি আইনসঙ্গত? [1]

প্রশ্ন ৭ যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়, তবে কি সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি থেকে বিচ্যুত হয়েছে যা অনুমোদন যোগ্য নয়? যদি না হয়, তাহলে কেন?

চলমান জরুরী আইন ও নীতিমালা তদারকি

প্রশ্ন ৮: জরুরী আইন এবং নীতিগুলো কি প্রকাশিত হয়েছে? জরুরী আইন অথবা ক্ষমতা যেগুলো তৈরি করা হয়েছে সেসব তদারকি করার জন্য কি অব্যাহত ব্যবস্থা আছে?
সেগুলো কি পর্যাপ্ত? সেগুলো কি নাগরিক সমাজ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পৃক্ততাকে অনুমোদন করে?

প্রশ্ন ৯: যদি কোনও তদারকি ব্যবস্থা না থাকে তবে কেন তাদের সুনির্দিষ্ট করা হয়নি?
কোনো বিকল্প উপায় আছে (অনলাইন প্রক্রিয়া)?

প্রশ্ন ১০: প্রশ্নবিদ্ধ আইনের কি সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে? আইনটির ভেতরে কি এমন কোনও বিধান রয়েছে যা নির্দিষ্ট তারিখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়?

প্রশ্ন ১১: জরুরী আইন ও নীতিমালাগুলো কি বিচারিক নিরীক্ষণের জন্য উন্মুক্ত? নিয়মিত আদালত যাওয়ার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে কি?

প্রশ্ন ১২: অদূর ভবিষ্যতে কোনো যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা বা সংসদীয় তদারকি করার বিধান রয়েছে কি? জরুরী অবস্থা শেষ হলে বিধি অনুসারে আইনটি বাতিলের বিধান রয়েছে কি?

প্রচলিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের পদক্ষেপ

জবরদস্তি আটক করার ক্ষমতা

প্রশ্ন ১৩: কেন এই ক্ষমতা তৈরি করা হয়েছে? কীভাবে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং কোন প্রমাণের ভিত্তিতে?

প্রশ্ন ১৪: এমন কোনো প্রমাণ কি রয়েছে যা সমর্থন করে যে এই ব্যবস্থাটির আইনি ভিত্তি আছে, এটা প্রয়োজনীয় এবং পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

প্রশ্ন ১৫: এই ব্যবস্থাটি কি প্রয়োজনীয়, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং এটি কি বৈষম্যহীন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে?

প্রশ্ন ১৬: উল্লিখিত ক্ষমতাটি বৈধভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি, বা ব্যাপকহারে এবং/অথবা আপত্তিজনকভাবে এটি ব্যবহারের কোনো প্রমাণ রয়েছে কি?

প্রশ্ন ১৭: কার এই ক্ষমতা আছে? কার বিরুদ্ধে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে?

প্রশ্ন ১৮: কত দিন অবরুদ্ধ রাখার অনুমতি রয়েছে? কোনো যৌক্তিকতার আলোকে কাউকে অবরুদ্ধ রাখা কি ন্যায়সঙ্গত (আরও সংক্রমণ রোধ করা)?

প্রশ্ন ১৯: যদি বাধ্যতামূলক বন্দিত্ব বা কোয়ারানটাইন প্রয়োগ করা হয় তবে নির্ভরশীল এবং সহ-বাসিন্দাদের কীভাবে যত্ন নেওয়া হয়? জোর করে আটককৃত ব্যক্তি যাদের সাথে শিশু থাকে তাদের সাথে কী আচরণ করা হবে?

প্রশ্ন ২০: স্বয়ং ক্ষমতা এবং এর প্রয়োগকে কি চ্যালেঞ্জ করা যায়, এবং কখন করা যায়? বিচারপ্রাপ্তি এবং অন্যান্য প্রতিকারের সুযোগ কি সহজলভ্য?

চলাচলের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

প্রশ্ন ২১: আর কতদিন চলাচলের ওপর ব্যাপকভাবে নিষেধাজ্ঞাগুলো বলবৎ থাকবে? এই বিধিনিষেধকে সমর্থন করার কোনো প্রমাণ আছে কি?

প্রশ্ন ২২: এ ব্যবস্থা কতটা নিয়ন্ত্রণমূলক? এর বিকল্প বিবেচনা করা হয়েছে কি? বিধিনিষেধগুলো যেখানে যথাযথ সেখানে সংশোধন সাপেক্ষ?

প্রশ্ন ২৩: যদি জাতীয় লকডাউন ঘোষণা করা হয় তবে এ ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষমতা কার?

প্রশ্ন ২৪: এই ক্ষমতা প্রয়োগ পরিচালনা করার জন্য ক্ষমতার মাত্রা কতটুকু? সেই ক্ষমতার সীমা এবং বিধিনিষেধগুলো কী কী?

প্রশ্ন ২৫: এ ক্ষমতাকে কি চ্যালেঞ্জ করা যায়?

মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা

প্রশ্ন ২৬: যেখানে সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেগুলো কি ন্যায়সঙ্গত ও বৈষম্যহীনভাবে প্রয়োগ করা হয়? সুনির্দিষ্ট সমাবেশকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে এমন কোন প্রমাণ রয়েছে কি?

প্রশ্ন ২৭: ভুয়া সংবাদ, মিথ্যা তথ্য বা গুজব ছড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কি? এটি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়? তথ্যের মানদন্ডকে নির্দেশিত করার জন্য কোন মানদন্ড আছে, এবং সেগুলো কি প্রকাশিত হয়েছে? এই আইনগুলো প্রয়োগের উদাহরণগুলো কি প্রকাশিত হয়েছে এবং সেটা কি তদন্তসাপেক্ষ?

গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা

প্রশ্ন ২৮: কোথায় গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে, তার ন্যায্যতা এবং প্রমাণ কী? যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা সহকারে অন্য কোনো তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে কি? কোনো যুক্তিসঙ্গত বিকল্প বিবেচনা করা হয়েছে কি?

প্রশ্ন ২৯: সংসদ কি স্থগিত, নাকি আহ্বান করার ক্ষমতা থেকে বিরত রয়েছে? কত দিনের জন্য এবং কোন শর্ত সাপেক্ষে?

গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষমতা

প্রশ্ন ৩০: আইনের মাধ্যমে মহামারীটির মোকাবেলায় কোন নজরদারি এবং তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা / ক্ষমতা গ্রহণ করা হয়েছে কি এবং সেগুলো কি প্রয়োজনীয় এবং যৌক্তিক? সেগুলো কি আইনত বৈধ এবং প্রমাণভিত্তিক জনস্বাস্থ্যবিষয়ক এবং সেগুলো কি সেই প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

প্রশ্ন ৩১: নজরদারি এবং তথ্য সংগ্রহ কি সময় নির্ধারিত?

প্রশ্ন ৩২: মহামারীর প্রেক্ষাপটে সংগৃহিত ব্যক্তিগত তথ্য ক্রমানুসারে সাজানো, সংরক্ষণ এবংবণ্টণ নিয়ন্ত্রণ করার স্পষ্ট ব্যবস্থা আছে কি?

প্রশ্ন ৩৩: অতিরিক্ত নজরদারি এবং তথ্য সংগ্রহের কী ব্যবস্থা/ক্ষমতা গৃহিত হবে বা হয়েছে সেই ব্যাপারে সরকারের কী স্বচ্ছতা রয়েছে?

প্রশ্ন ৩৪: নজরদারি এবং ডেটা সুরক্ষা ব্যবস্থা / ক্ষমতা কেবলমাত্র কোভিড-১৯ সাড়া দেওয়ার জন্য কঠোরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি? সেগুলো কি যথাসম্ভব সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত?

প্রশ্ন ৩৫: নজরদারির ক্ষমতা ব্যবহার এবং ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার এবং সংরক্ষণের তদারকি আছে কি?

প্রশ্ন ৩৬: জনসাধারণের তথ্য সুরক্ষার জন্য কি কোনো ব্যবস্থা আছে?

প্রশ্ন ৩৭: প্রান্তিক, সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল) ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর ডিজিটাল নজরদারি প্রযুক্তি ব্যবহারের বিরূপ প্রভাব পড়েছে কি?

প্রশ্ন ৩৮: ডেটাগুলো কি সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বণ্টন করা হয়েছে? এই চুক্তিগুলো কি আইন অনুসারে ঘোষিত, সেগুলো কি সবার জন্য সহজলভ্য, সেগুলো কি সীমিত সময়ের জন্য এবং সেখানে কোনো তদারকি রয়েছে কি?

আইন ও নীতিমালার প্রয়োগ

প্রশ্ন ৩৯: যখন নতুন ক্ষমতা তৈরি করা হয়, তখন কি ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টি সুস্পষ্ট নির্দেশনার সাপেক্ষে হয়? সেই নির্দেশিকা কি প্রকাশিত হয়?

প্রশ্ন ৪০: ক্ষমতার অপব্যবহার, বা মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রমাণ রয়েছে কি? অত্যধিক ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছে, বা যারা ক্ষমতার লক্ষ্যবস্তু নয় কিন্তু তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে এমন কোন প্রমাণ রয়েছে?

প্রশ্ন ৪১: ক্ষমতাগুলো কি ন্যায্যভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং যাদের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে করা হচ্ছে কি? অপমান অথবা মানুষের সম্মানহানি করতে ব্যবহার করার কোন প্রমাণ রয়েছে?

প্রশ্ন ৪২: আইন লঙ্ঘনের জন্য কী ধরণের জরিমানা রয়েছে? তারা অপরাধী না সাধারণ নাগরিক? জরিমানা কত? এগুলো কি যুক্তিসঙ্গত? লঙ্ঘনের পরিমান অনুযায়ী কি সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ?

প্রশ্ন ৪৩: আইন লঙ্ঘনে যেখানে জরিমানা করা হয়, সেসব জারি করার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়েছে কি? উদাহরণস্বরূপ, যেসব কমিউনিটি আর্থ-সামাজিক কারণে স্ব-বিচ্ছিন্ন/সামাজিকভাবে দূরত্ব বজায় রাখতে অক্ষম হতে পারে বা এমন প্রেক্ষাপট যেখানে একসাথে অনেকে থাকে সেখানে লকডাউন।

প্রশ্ন ৪৪: এগুলো কি কঠোর দায়বদ্ধতা হবে, অথবা সেখানে কি কোনো ভুল এবং/অথবা ফৌজদারী অপরাধের মানসিক উপাদানের উপস্থিতি প্রমাণের প্রয়োজন হবে, যাতে যুক্তিসঙ্গত আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকে?

প্রশ্ন ৪৫: সামরিক বাহিনীকে কি জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করতে ব্যবহার করা হচ্ছে? এবং যদি তা হয় তবে তারা কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করছে এবং সেটা বেসামরিক জীবনকে কি প্রভাবিত করছে এবং কীভাবে করছে?

সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল) বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর জরুরি আইন ও নীতিমালার প্রভাব

প্রশ্ন ৪৬: কী উপায়ে কোন বিশেষ প্রান্তিক বা সামাজিকভাবে অরক্ষিত (ভালনারেবল) জনগোষ্ঠী জরুরি ক্ষমতা এবং ব্যবস্থা দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়

প্রশ্ন ৪৭: ইতোমধ্যেই প্রান্তিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে এমন কোনো পদক্ষেপ কি গ্রহণ করা হয়েছে যেমন ডিজিটাল নজরদারির ব্যবস্থা?

প্রশ্ন ৪৮: জরুরী ব্যবস্থাগুলোতে কোনো জেন্ডার বা অন্যান্য সমতার ওপর প্রভাবের মূল্যায়ন করা হয়েছে কি? জরুরী আইন বা নীতিমালার জন্য কি এই জাতীয় মূল্যায়ন/পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন?

প্রশ্ন ৪৯: মেডিক্যাল টেস্ট বা চিকিৎসা সেবার সুযোগ প্রাপ্তিতে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বা পক্ষে বৈষম্যের কোনো প্রমাণ রয়েছে কি?

প্রশ্ন ৫০: রাষ্ট্রীয় ত্রাণ অথবা সহায়তা সরবরাহ/বিতরণে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী/সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বা পক্ষে বৈষম্যের কোনো প্রমাণ আছে কি?

প্রশ্ন ৫১: রাজনীতিবিদ বা নীতিনির্ধারকরা কি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী/সম্প্রদায়কে কোভিড-১৯ প্রকোপের জন্য দায়ী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন?

আমাদের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন:
www.rwuk.org অথবা **www.rightsandsecurity.org**
এবং আমাদের কর্মসূচি টুইটারে দেখতে অনুসরন করুন
@rightssecurity

RIGHTS & SECURITY INTERNATIONAL